দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 APR 1997
পৃঃ ৫ কলাম

শিক্ষাবঞ্চিত শিশু

দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার স্কুলে যাবার বয়সী ১৮ লক্ষাধিক শিশু এখনও কোন স্কুলে ভর্তি হয়নি। ফলে, সবার জন্য শিক্ষার যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত রাজশাহী বিভাগীয় সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ৩২ লক্ষ ৯ হাজার ৯৯১ জন বালক এবং ৩০ লক্ষ ৭ হাজার ১৪০ জন বালিকাসহ মোট ৬৩ লক্ষ ৭ হাজার ১৩১ জন বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বালক–বালিকার মধ্যে ২৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৩৪ জন বালক এবং ২১ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৩০ জন বালিকা নিয়ে মোট ৪৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৬৪ জন বালক–বালিকা বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং তারা নিয়মিত স্কুলেও যাচ্ছে। অবশিষ্ট ১৮ লক্ষ ২২ হাজার ৪৬৭ জন বালক–বালিকা কোন স্কুলেই যায় না।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এখানে আইনানুযায়ী সকল অভিভাবক তার স্কুলে যাবার বয়সী ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে বাধ্য। ঐ আইন প্রণয়নেরও মূল লক্ষ হল সমাজ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাতে ন্যূনপক্ষে পড়তে লিখতে ও সাধারণ মানের অংক কষতে পারে; তার জন্যই এর আয়োজন। কারণ, নিরক্ষর মানুষ চোখ থাকতেও অন্ধ। সাধারণ মানুষের নিরক্ষরতার সুযোগে তাদের শোষণ বঞ্চনার ইতিহাসও দীর্ঘ। তা ছাড়া শৈশবেই যদি শিক্ষার ব্যবস্থা না করা যায়। তা হলে পূর্ণ বয়স্ককালে শিক্ষাদান সহজ হয় না। বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম সে কারণেই চলে প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে শ্লথ গতিতে।

বর্তমানে বাংলাদেশে স্কুলে যাবার বয়সী ছেলেমেয়েদের শতকরা প্রায় ৭১ জন স্কুলে যাচ্ছে এবং থাকছে। তারপরও প্রায় ৩০ শতাংশ বালক–বালিকা থেকে যাচ্ছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতার বাইরে। এর কারণ হিসাবে ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পারিবারিক অসচ্ছলতা, অভিভাবকদের অসচেতনতা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুলের অভাব, স্কুলে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, এবং মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবে স্কুলে যাবার বয়সী এই বিপুল সংখ্যক শিশুকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, সঙ্কট যাই থাকুক না কেন, এ সঙ্কট দ্রুত সমাধান করে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে সরকারও জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছেন। তা ছাড়া যে কোন শিক্ষাবঞ্চিত দেশে শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ও লাভজনক বিনিয়োগ। যে বিনিয়োগ স্থায়ী সুফল দিতে থাকে। এই সমস্যা যে শুধু রাজশাহী বিভাগেই আছে তা নয়, খবর নিলে দেখা যাবে, এই সমস্যা আছে দেশের অন্যান্য বিভাগেও। তবে ধারণা করা যায়, স্কুলে না–যাওয়া বালক–বালিকার মোট সংখ্যা সারাদেশে প্রায় একই রকম অর্থাৎ ৩০ শতাংশের মতই হবে। সে জন্যেই শুধু রাজশাহী বিভাগ নয়, সারাদেশে স্কুলে যাবার বয়সী সকল বালক–বালিকার স্কুলে নেবার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। আমাদের বিশ্বাস, সরকার দ্রুত সে ব্যবস্থা নেবেন। তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা নিতে পারেন সমাজের শিক্ষিত সচেতন শ্রেণী। সবাই মিলে উদ্যোগ নিলে নিশ্চয়ই এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।